Draft DTCA Regulation for Pedestrian Safety

Preparation of a Draft Updated DTCA Act, & Proposed Organogram, Rules, Regulations and Guideline

IIFC

Infrastructure Investment Facilitation Company

19 July 2021

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

পথচারী নিরাপত্তা খসড়া প্রবিধানমালা, ২০২১

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।

২। সংজ্ঞা।

৩। ফুটপাথ নির্মাণ।

৪। পথচারী নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা।

৫। পথচারী পারাপার।

৬। সড়কের যৌথ ব্যবহার।

৭। রাস্তা পারাপারের অগ্রাধিকার।

৮। রাস্তা পারাপারের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ।

৯। পথচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

১০। সিটি কর্পোরেশন এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এবং কর্তব্য।

১১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গার্মেন্টস কারখানা, হাসপাতাল,ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পথচারী পারাপারের ক্ষেত্রে করণীয়।

১২। দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ।

১৩। আন্ত:সংস্থা সমন্বয় সাধন।

১৪। শিক্ষা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রচারণা।

১৫। নির্দেশনা জারি ও অস্পষ্টতা দূরীকরণ।

১৬। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।

পরীক্ষামূলক খসড়া

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ....., ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/ ....., ২০২১খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও. নং- .....-আইন/২০২১।—ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৮নং এবং ২৫ নং আইন) এর ধারা ২১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**— (১) এই প্রবিধানমালা ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (পথচারী নিরাপত্তা) প্রবিধানমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**— (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়-

(ক) "আইন" অর্থ ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৮নং এবং ২৫ নং আইন);

(খ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ আইনের ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ;

(গ) "তফসিল" অর্থ এই প্রবিধানমালার কোনো তফসিল;

(ঘ) "পথচারী" অর্থ পায়ে হাঁটিয়া, বা দৌড়াইয়া চলাচল করে এইরূপ কোন ব্যক্তি কিংবা শারীরিক অক্ষমতার কারণে স্বচালিত বা সহযোগী ব্যক্তি কর্তৃক হুইলচেয়ার পরিচালনা করে কিংবা পুশ স্ট্রলার/ ট্রলিসহ রাস্তা পার হয় এইরূপ ব্যক্তিও পথচারী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) "রোড ফার্নিচার জোন" অর্থ রাস্তা সংলগ্ন ফুটপাথের যে অংশে সাইনপোষ্ট, ট্র্যাফিকপোষ্ট, লাইটপোষ্ট, পার্কিং মিটার এবং বৃক্ষ রোপণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে সেই অংশ;

(চ) "পথচারী জোন" অর্থ ফুটপাথের রোড ফার্নিচার জোন এবং বিল্ডিং ফ্রন্টেজ জোন এর মাঝামাঝি অংশ যাহা পথচারীদের চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হয়;

(ছ) "ফুটপাথ" অর্থ নিরাপদে এবং নির্বিঘ্নভাবে শুধু মাত্র পথচারী চলাচলের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নকশা এবং মাপে রাস্তার পাশাপাশি নির্মিত তদসংলগ্ন পথ;

(জ) "ভবন সম্মুখ বা বিল্ডিং ফ্রন্টেজ জোন" অর্থ আবাসিক এলাকা, স্কুল কলেজ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো এলাকা হইতে সড়কে প্রবেশ করিবার সময় ফুটপাথের যে অংশে প্রথম পদার্পণ করা হয় সেই অংশ।

(২) এই প্রবিধানমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ তে যে অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে সেই অর্থে প্রয়োগযোগ্য হইবে।

৩। **ফুটপাথ নির্মাণ।**—(১) পথচারীদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করিয়া ফুটপাথ নির্মাণের পরিকল্পনা করিতে হইব এবং র‍্যাম্পের সুবিধাসহ ফুটপাথ এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যেন তাহাদের সকল ধরণের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয় এবং যাহাতে সকল ফুটপাথ ব্যবহারকারী বিশেষত অক্ষম, অসুস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তিদের চলাচলের সুগম্যতা ও সুরক্ষা নিশ্চিত হয় ।

(২) ফুটপাথের আকার ও নির্মাণ শৈলী এইরূপ হইবে যেন উহাতে পথচারীদের স্বচ্ছন্দে চলাচল নিশ্চিত হয় ।

(৩) ব্যবহারবিধির ভিত্তিতে ফুটপাথকে নিম্নরূপ তিনটি জোনে ভাগ করা যাইবে, যথা:-

(ক) ভবন সম্মুখ জোন বা বিল্ডিং ফ্রন্টেজ জোন;

(খ) পথচারী জোন; এবং

(গ) রোড ফার্নিচার জোন।

(৪) ফুটপাথ নির্মাণকালে এতদসংলগ্ন স্থাপনার প্রবেশপথ এবং ফুটপাথ এর লেভেল যেন একই সমতলে থাকে উহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৫) ফুটপাথের রাস্তা সংলগ্ন অংশে পৃথকভাবে বৃক্ষরোপন এবং ইউটিলিটি পোস্ট স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানের সংস্থান রাখিতে হইবে।

(৬) ভূমি ব্যবহারের ভিন্নতা এবং পথচারী চলাচলের ঘনত্ব বিবেচনায় করিয়া ফুটপাথের ভূমি বা প্রশস্ততার পরিমাপ তফসিল-১ এ বর্নিত নির্ধারিত মাপের হইতে হইবে।

(৭) ফুটপাথগুলি এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে পথচারীগণ সহজে, নির্বিঘ্নে এবং নিরাপদে তাদের কর্মক্ষেত্র, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, স্কুল কলেজসহ অন্যান্য প্রধান প্রধান গন্তব্যে পৌঁছাইতে পারে।

(৮) পথচারীগণ যাহাতে ফুটপাথ ব্যবহারে নিরুৎসাহিত না হয় সেইলক্ষ্যে ফুটপাথ হইতে হইবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রশস্ত ও সমতল।

(৯) বিদ্যমান অবকাঠামো এবং ল্যান্ডস্কেপিং এর ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফুটপাথে হাঁটার পরিবেশ আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন রাখিতে হইবে।

(১০) সহজে, নিরাপদে এবং স্বল্প সময়ে রাস্তা পারাপারের সুযোগ সৃষ্টি করিতে হইবে।

(১১) নিরাপত্তা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(১২) ফুটপাতে স্পষ্ট ও পর্যাপ্ত সাইন সিগনাল এবং মার্কিংসহ নিরবিচ্ছিন্ন ও সুসমন্বিত হাঁটিবার স্থান রাখিতে হইবে।

(১৩) রাত্রে পথচারীদের চলাচল নিরাপদ, নির্বিঘ্ন ও স্বস্তিদায়ক করিবার লক্ষ্যে ফুটপাথে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১৪) পার্ক, উদ্যান বা বাগানের অভ্যন্তরের ফুটপাথ বা হাঁটিবার রাস্তাকে মনোমুগ্ধকর, আকর্ষণীয় ও পরিবেশবান্ধব রাখিতে হইবে।

৪। **পথচারী নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা-** যেক্ষেত্রে প্রতিটি ট্রিপের শুরুর অংশ ও শেষের অংশ পায়ে হাঁটিয়া সম্পন্ন করিতে হয় বা সম্পূর্ণ অংশ পায়ে হাঁটিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, সেইক্ষেত্রে পথচারী নেটওয়ার্ক পরিকল্পনায় পথচারীগণের চলাচলের সংযোগ, সুগম্যতা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করিয়া নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সাধারণ নীতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) হাঁটা-চলার জন্য পথচারী নেটওয়ার্কের আওতায় মূল গন্তব্যে নিরবিছিন্নভাবে এবং সহজে পৌঁছানোর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(খ) ফুটপাথের রুটগুলি সুসংহতভাবে এবং নেটওয়ার্ক পদ্ধতিতে নির্মান করিতে হইবে।

৫। **পথচারী পারাপার।—** (১) পথচারীগণের বয়স, প্রকৃতি এবং শারীরিক সক্ষমতা এবং চলাচলের স্বাচ্ছন্দ্যে ইত্যাদি বিবেচনায় লইয়া রাস্তা পারাপারের পথ নকশা প্রস্তুত করিতে হইবে।

(২) সাইন সিগন্যাল ছাড়াও পথচারী পারাপারের (pedestrian crossing) জন্য নির্ধারিত স্থান যেমন জেব্রা ক্রসিং, ফুটওভার ব্রিজ, আন্ডারপাস বা অনুরুপ সুবিধা সাইন সিগন্যালের মাধ্যমে চিহ্নিত করিতে হইবে।

(৩) পথচারী পারাপারের অগ্রাধিকার পদ্ধতি(pedestrian first policy) হিসাবে, রাস্তায় সমতল পারাপারের (at-grade crossing) সুবিধাকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। যেই সকল স্থানে সমতল পারাপার সম্ভব নয় যেমন রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম, ৪ (চার) লেনের অধিক চওরা রাস্তা যেখানে যানবাহনের চাপ বেশী, মোটরওয়ে/ এক্সপ্রেসওয়ে ক্রসিং, বিআরটি স্টেশন, এমআরটি স্টেশন, ট্রানজিট স্টেশন সেই সকল স্থানে গ্রেড-পৃথক (grade-separated) সুবিধা যেমন আন্ডারপাস বা ফুট ওভারব্রীজ এর ক্ষেত্রে যথাযথ র‍্যাম্প কিংবা লিফট বা চলন্ত সিঁড়ির (escalator) ব্যবস্থা থাকিতে হইবে, যাহাতে সকল ফুটপাথ ব্যবহারকারী বিশেষত অক্ষম, অসুস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তিদের চলাচলের সুগম্যতা ও সুরক্ষা নিশ্চিত হয় ।

(৪) ম্যানহোল, ডাস্টবিন,ইউটিলিটি ইত্যাদি এমনভাবে স্থাপিত হইবে যাহাতে পথচারীর নিরবিচ্ছিন্ন চলাচলে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়। ম্যানহোলে সর্বদা ঢাকনাসহ থাকিবে ও ফুটপাথ এবং তৎসংলগ্ন স্থানে কোন ক্রমেই নির্মাণ সামগ্রী, মালামাল ও আবর্জনা রাখা চলিবেনা।

(৫) পথচারীদের যত্রতত্র রাস্তা পারাপার নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সড়কের মধ্যবর্তী স্থানে সড়ক বিভাজক বা ফেন্সিং এবং সড়কের ফুটপাথ সন্নিহিত দুইপাশে রেলিং বা প্রতিবন্ধক স্থাপন করিতে হইবে।

(৬) পথচারী পারাপারের জন্য নির্ধারিত স্থানসমূহের নকশা জ্যামিতিক আকারে (তফসিল-১ অনুসারে) সঙ্গতিপূর্ণভাবে রাস্তার সমতলে এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যেন ফুটপাতের ফার্নিচার

জোনে স্থাপিত, গাছপালা, ল্যান্ডস্কেপিং এবং ইউটিলিটি খুঁটি ও রাস্তায় পার্কিংকৃত যানবাহন দ্বারা চালকের দৃষ্টি বাধাগ্রস্ত না হয়।

(৭) সড়কের সংযোগস্থলের (intersection) নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থানে বা মধ্যবর্তী স্থানে নিম্নরূপভাবে পথচারী পারাপারের ব্যবস্থা করা যাইবে, যথা:-

(ক) পথচারী পারাপারের নকশা এমনভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যেন পথচারীগণ ন্যূনতম দূরত্ব অতিক্রম করিয়া সহজে ও নিরাপদে রাস্তা পার হইতে পারেন;

(খ) পথচারীদের রাস্তা পারাপার নিরাপদ করিবার লক্ষ্যে সড়কের সংযোগস্থলে (intersection) এবং যেইখানে পথচারী পারাপারের ঘনত্ব বেশী সেই সকল স্থানে পথচারী রিফিউজের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) প্রয়োজনীয় স্থানে পথচারী পারাপারের ক্ষেত্রে পুশ বাটন সম্বলিত ইলেকট্রিক বা ইলেকট্রনিক সিগনালের ব্যবস্থাকরণ;

৬। **সড়কের যৌথ বা শেয়ার্ড ব্যবহার।**—(১) প্রবিধান ৫ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শহরের যে সকল জায়গায় বিশেষ করিয়া পুরাতন শহর এলাকার রাস্তাগুলি সংকীর্ণ বা সরু হওয়ায় যেখানে পৃথকভাবে ফুটপাথ নির্মাণ করা হয়নাই বা বাস্তবসম্মত কারণে উহা নির্মাণ করা সম্ভবও নহে সেই সকল এলাকার রাস্তায় একইসঙ্গে যানবাহন এবং পথচারী চলাচলের ব্যবস্থা রাখা যাইবে। রাস্তায় চলাচল এবং পারাপারের ক্ষেত্রে পথচারী সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কোনো সড়কের যৌথ বা শেয়ার্ড ব্যবহার চালু রাখিবার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) রাস্তার যে অংশে, যৌথ ব্যবহার এলাকার সীমানার শুরু ও শেষ হইবে সেখানে প্রবেশ ও প্রস্থান স্থলে যানবাহনের গতিসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত সংকেত প্রদর্শনের ব্যবস্থা;

(খ) এ ধরনের সড়ক গুলিতে যথাসম্ভব, একমুখী (one way) যানবাহন পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(গ) যানবাহনের গতির সর্বোচ্চ সীমা প্রতি ঘন্টায় সর্বোচ্চ ১০ (দশ) কিলোমিটার এর মধ্যে সীমিত রাখা;

(ঘ) সড়কের পেভমেন্টে আলাদা রং বা টেক্সচার (Texture) ব্যবহারপূর্বক গতিসীমা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(ঙ) গতিসীমা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সড়কে যানবাহনের প্রবেশ ও প্রস্থানের নিয়ন্ত্রন করা।

৭। **পথচারী কর্তৃক রাস্তা পারাপারের অগ্রাধিকার।**— (১) রাস্তার যেসকল স্থানে পথচারী পারাপারের নির্দেশক চিহ্ন নাই বা অকার্যকর রহিয়াছে,সেই সকল স্থানে যানবাহন চালকগণ কর্তৃক ফুটপাথ ব্যবহারকারী পথচারীগণকে রাস্তা পারাপারের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

(২) পথচারীগণ রাস্তা পারাপারের সময় সার্বক্ষণিকভাবে যানবাহন চলাচলের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে এবং পথচারীগণ হঠাৎ করিয়া এমন ভাবে রাস্তা পার হইবার উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন না যাহাতে যানবাহন চালকগণ তা নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত সময় না পান।

(৩) পথচারী পারাপারের সময় নির্ধারিত স্থানে অপেক্ষমান কোনো যানবাহনকে পিছন থেকে অন্য কোনো যানবাহন অতিক্রম বা ওভারটেক করিবেনা এবং সম্মুখে অপেক্ষমান যানবাহনের পূর্বে সামনের দিকে চলিতে শুরু করিবেনা।

(৪) কোনো পার্ক বা বিনোদন কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সড়কের সম্পূর্ণ বা কিছু অংশ কেবল পথচারীদের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং উক্ত স্থানে পথচারী চলাচলে বিঘ্ন ঘটে এইরূপ কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবেনা।

(৫) যে সকল স্থানে পথচারী চলাচলের ঘনত্ব অত্যাধিক সে সকল স্থানে প্রয়োজন অনুসারে শুধুমাত্র পথচারীদের চলাচলের জন্য কেবলমাত্র পথচারীগণের জন্য সড়ক (pedestrian-only road) ব্যবস্থা চালু করা যাইবে।

৮। **রাস্তা পারাপারের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ।**— (১) কোনো পথচারী রাস্তা পারাপারের জন্য নিষিদ্ধ হিসাবে চিহ্নিত এলাকা এবং বেষ্টনী দ্বারা আবদ্ধ বা সংরক্ষিত কোনো এলাকার মধ্য দিয়া সড়কে প্রবেশ বা সড়ক পার হইতে পারিবেননা।

(২) সড়কের মূল অংশ যাহা যানবাহন চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হয় এইরূপ কোনো স্থানে বা রাস্তা পারাপারের নির্ধারিত স্থান ব্যাতীত অন্য কোন স্থানে রাস্তা পারাপার বা কোনো প্রকারের জমায়েত বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাইবেনা।

৯। **পথচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।**—(১) এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, রাস্তা বা ফুটপাথ ব্যবহারকালে পথচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) পথচারীগণ ফুটপাথবিহীন সড়কের ডানপাশ দিয়া অর্থাৎ যানবাহন যে মুখী হইয়া আগমন করিতেছে তার বিপরীতমুখী হইয়া চলাচল করিবেন;

(খ) পথচারীদের রোড সাইন, সিগন্যাল,মার্কিংসহ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান মানিয়া সতর্কতার সহিত চলাচল করিতে হইবে;

(গ) রাস্তা পারাপারের ক্ষেত্রে, পথচারীগণ পারাপারের জন্য নির্ধারিত, সহজে দৃষ্টিগ্রাহ্য ও আলোকিত স্থানে দাঁড়াইয়া শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে পারাপারের অনুকূল অবস্থা বিবেচনায় স্বাভাবিক গতিতে রাস্তা পার হইবেন;

(ঘ) রাস্তা পারাপারের সময় পথচারীগণকে যানবাহনের গতি ও চলাচলের দিকে সার্বক্ষণিকভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে;

(ঙ) কোনো পথচারী রাস্তা পারাপারের সময় মোবাইল ফোন, ইয়ারফোন, হেডফোনসহ যানবাহনের শব্দ শুনিবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বা মনোযোগ বিঘ্নকারী কোনো ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস ব্যবহার করিবেননা;

(চ) শিশু ও বৃদ্ধ পথচারীগণ, শারীরিকভাবে সক্ষম অন্য কোনো পথচারীর সহায়তা ব্যতিরেকে একাকী রাস্তা পার হইবার চেষ্টা করিবেননা এবং এইরূপ কোনো পথচারীকে একাকী রাস্তা পারাপারের সুযোগ দেওয়া যাইবেনা;

(ছ) অ্যাম্বুলেন্স, অগ্নিনির্বাপক গাড়ীসহ অন্যান্য জরুরী যানবাহনের চলাচল নির্বিঘ্ন করিবার লক্ষ্যে উক্তরূপ যানবাহন অতিক্রমনের সময় পথচারীগণ নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করিবেন।

১০। **সিটি কর্পোরেশন এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এবং কর্তব্যঃ** (১) সিটি কর্পোরেশন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ আইন ও বিধিবিধানের আলোকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান এবং গাইড লাইন অনুযায়ী প্রনীত পথচারী নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা অনুসরণ করিয়া তাহাদের অধিক্ষেত্রের আওতায় ফুটপাথ, ফুটওভার ব্রীজ, আন্ডারপাস, এসকেলেটার, লিফট এবং পথচারী পারাপারের ব্যবস্থা ইত্যাদির বিশদ নকশা প্রনয়ন এবং তদানুযায়ী তা নির্মাণ, মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হইবেন।

(২) ফুটপাথ, ফুটওভার ব্রীজ, আন্ডারপাস, এসকেলেটার, লিফট এবং সংশ্লিষ্ট সাইন সিগনাল ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পরিস্কার, পরিছন্ন রাখিতে হইবে এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।

১১। **শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গার্মেন্টস কারখানা, হাসপাতাল,ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পথচারী পারাপারের ক্ষেত্রে করণীয়।**— (১) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশেপাশের রাস্তায় ক্লাস শুরু হইবার পূর্বে ও শেষ হইবার পরে ছাত্রছাত্রীদের রাস্তা পারাপার নিরাপদ করিবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ট্রাফিক ওয়ার্ডেনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(২) গার্মেন্টস কারখানাসহ যে সকল প্রতিষ্ঠানে অধিক জনসমাবেশ ঘটে তাহাদিগকে নিজস্ব ট্রাফিক পরিকল্পনা তৈরি করিতে হইবে এবং রাস্তা পারাপারের সুবিধার্থে প্রয়োজনে ট্রাফিক ওয়ার্ডেন নিয়োগ করিতে হইবে।

(৩) কোনো হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র সন্নিহিত সড়কে হুইলচেয়ার, স্ট্রেচারসহ অন্যান্য চাকা যুক্ত বাহন চলাচলের সুবিধার্থে ফুটপাথের সাথে র‍্যাম্প নির্মাণ করিতে হইবে।

(৪) কোনো সড়কের উপর রেলক্রসিং থাকিলে এর উক্ত ক্রসিং এ রেড লাইট বা অন্য কোনো জরুরী সংকেত থাকিলে উক্ত সময়ে ট্রেন চলাচলের সময়ে পথচারীদের রেললাইনে প্রবেশ ও পারাপার হইতে বিরত রাখিতে হইবে।

১২। **দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ।-** এই প্রবিধানমালার আওতাধীন কোনো মোটরযান হইতে উদ্ভূত দুর্ঘটনার ফলে কোনো ব্যক্তি আঘাতপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিলে, উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত, তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ বা উত্তরাধিকারীগণের পক্ষে মনোনীত ব্যক্তি সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা ৫৩ এর অধীন গঠিত আর্থিক সহায়তা তহবিল হইতে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, চিকিৎসা খরচ প্রাপ্য হইবেন।

১৩। **আন্ত:সংস্থা সমন্বয় সাধন।**—(১) এই প্রবিধানের কোনো বিধান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আন্ত:সংস্থা বা আন্ত:দপ্তর সমন্বয়ের প্রয়োজন হইলে, কর্তৃপক্ষ উক্ত বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, উপ-প্রবিধান (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তফসিল-২ এ উল্লিখিত দপ্তর ও সংস্থাসমূহের সহিত বিষয় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রযোজ্যরূপে সমন্বয় সাধন করিবে।

১৪। **শিক্ষা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রচারণা।**—(১) কর্তৃপক্ষ, যানবাহন চালক, যাত্রী এবং পথচারীদের জন্য রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষা এবং প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(২) এই প্রবিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গার্মেন্টস, কল-কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ যানবাহন ব্যবহারকারী যাত্রীগণ কাজ করেন এই রূপ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সন্নিকটে সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ হয় এইরূপ স্থানে ট্রাফিক বিধি-বিধান এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় সংক্রান্ত ভিডিও চিত্রপ্রদর্শনও লিফলেট বিতরণ করা যাইবে।

১৫। **নির্দেশনা জারি ও অস্পষ্টতাদূরীকরণ।**— (১) কর্তৃপক্ষ এই প্রবিধানমালার বিধানের যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ইহার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

(২) এই প্রবিধানমালার কোনো বিধান সম্পর্কে অস্পষ্টতা দেখা দিলে, কর্তৃপক্ষ, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূরীকরণার্থে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা জারি করিতে পারিবে।

১৬। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠপ্রকাশ।**— এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের পর কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য ইংরেজি পাঠ (Authentic English Text)প্রকাশ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধিমালা এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই বিধিমালা প্রাধান্য পাইবে।

তফসিল-১

[প্রবিধান ৩ (৬) ও ৫ (৬) দ্রষ্টব্য]

জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য:ফুটপাথ সংলগ্ন ভূমি ব্যবহারের ধরণ এবং উক্ত স্থানে পথচারী চলাচলের ঘনত্ব বা সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া ফুটপাথের প্রস্থ নির্ধারণ করা হইয়া থাকে।

নীচের বিবরণ অনুযায়ী ফুটপাথের প্রস্থ বা মাপ নির্ধারণ করা হইয়া থাকে।

ভূমি ব্যবহারের ধরণ	ফ্রন্টেজ জোন প্রস্থ অন্যুন (মিটার)	পথচারী জোন প্রস্থ অন্যুন (মিটার)	ফার্নিচার জোন প্রস্থ অন্যুন (মিটার)	মোট প্রস্থ অন্যুন (মিটার)	প্রতি ঘণ্টায় পথচারী ধারণ ক্ষমতা (জন)	ফুটপাথের উচ্চতা
আবাসিক এলাকা	০.৫	১.৮	১.০	৩.৩	১০০০	অনূর্ধ্ব ১৫ সেন্টিমিটার
বাণিজ্যিক এলাকা	১.০	২.৫	১.৫	৫.০	২৫০০	অনূর্ধ্ব ১৫ সেন্টিমিটার
ব্যস্ত ও বড় পরিসরের বাণিজ্যিক এলাকা	১.০	৪.০	১.৫	৬.৫	৫০০০	অনূর্ধ্ব ১৫ সেন্টিমিটার

বিঃ দ্রঃ উপরে উল্লেখিত তফিসিলে ফুটপাতের নূন্যতম প্রস্থ বা মাপ নির্ধারণে আর্ন্তজাতিক মান দন্ড অনুসরণ করা হইয়াছে। তবে বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়া এবং পথচারীগণের নিরপত্তা নিশ্চিত করতঃ প্রয়োজনে এ মানের হেরফের করা যাইতে পারে।

ফুটপাথের উচ্চতা:অতিরিক্ত উচ্চতা পথচারীদের ফুটপাথ ব্যবহারে যাহাতে অনাগ্রহী না করিয়া তোলে এবং পথচারীগণ রাস্তায় নামিতে বাধ্য না হয় সেইজন্য ফুটপাথের উচ্চতা সাধারণত সর্বোচ্চ ০.১৫ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে।

সারফেস: ফুটপাথগুলির তল বা সারফেস একই সমতলে হইতে হইবে তবে সঠিকভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় ঢালের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য গাইড টাইলগুলি ফুটপাতে লম্বালম্বি এবং এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে তারা ফুটপাতের দিক পরিবর্তন বা কোন প্রতিবন্ধকতার বিষয়গুলি অনুধাবন করিতে পারেন।

তফসিল-২

[প্রবিধান ১৩ (২) দ্রষ্টব্য]

দপ্তর/সংস্থার নাম	কার্যাবলী/সমন্বয়ের বিষয়বস্তু
ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন অথরিটি (ডিটিসিএ)	নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রস্তুত, পথচারী নেটওয়ার্ক এর নিরীক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ(রাজউক) বা নগর কর্তৃপক্ষ	প্রনীত প্রবিধানমালা এবং গাইডলাইনের আলোকে পথচারী নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা
ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ(ডিএমপি) বা সংশ্লিষ্ঠ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা	আইন-বিধির প্রয়োগ প্রতিপালন এবং দুর্ঘটনার তদন্ত
ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন(ডিএনসিসি) ও ঢাকা সাউথ সিটি কর্পোরেশন(ডিএসসিসি) এবং সংশ্লিষ্ঠ অন্যান্য স্থানীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রনীত প্রবিধানমালা এবং গাইডলাইনের আলোকে পথচারী পারাপার, ফুটপাথ ও ফুটওভার ব্রীজ, আন্ডারপাস, লিফট, এসকেলেটর ইত্যাদির চুড়ান্ত নকশা প্রনয়ণ, নির্মাণ ও এগুলোর সার্বক্ষনিক পরিস্কার পরিছন্নতা, রাত্রীকালীন সময় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাসহ সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা।
নির্বাচিত নন-গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন (এন.জি.ও.)	প্রনীত প্রবিধানমালা এবং গাইডলাইনের আলোকে ফুটপাতে পথচারীর চলাচল ও নিরাপদ পারাপারের বিষয়ে প্রচার ও প্রচারণা

কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে,

(----------)